কালের কণ্ঠ

তারিখ 11 AUG 2017
পৃষ্ঠা ১১ কলাম ২

শেবাচিম হাসপাতাল

সেই পরিচালকের নামে নথি চুরির মামলা দুদকের

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল ▷

শের-ই-বাংলা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের (শেবাচিম) তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির জনবল নিয়োগসংক্রান্ত নথি চুরির ঘটনায় মামলা হয়েছে। এতে আসামি করা হয়েছে নিয়োগ কমিটির সভাপতি ও হাসপাতালের তৎকালীন পরিচালক অধ্যাপক ডা. মো. নিজাম উদ্দিন ফারুককে। দুই স্ত্রীকে অবৈধভাবে নিয়োগ দেওয়ায় আসামি করা হয়েছে হাসপাতালের প্রশাসনিক কর্মকর্তা আব্দুল জলিলকেও।

দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) সমন্বিত বরিশাল কার্যালয়ের উপপরিচালক মো. মতিউর রহমান গত বুধবার রাতে কোতোয়ালি থানায় এ মামলা করেন।

শেবাচিম হাসপাতালের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির জনবল নিয়োগে অনিয়ম নিয়ে ২০১৫ সালের ১০ ডিসেম্বর কালের কণ্ঠ'র প্রথম পাতায় 'অক্ষরজ্ঞান নেই অথচ লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ!' শীর্ষক খবর ছাপা হয়। সেই খবরে ইঙ্গিত ছিল, কারা নিয়োগ পাচ্ছেন। ওই সংবাদের পর প্রশাসনিক কর্মকর্তা তাঁর দুই স্ত্রীকে অফিস সহায়ক হিসেবে চাকরি দেন। এ নিয়ে কালের কণ্ঠে ১৭ ডিসেম্বর শেষ পাতায় 'তিনি সব জেনেই ফলন্ত গাছের কথা বলেছিলেন!' শীর্ষক আরেকটি সংবাদ প্রকাশিত হয়। পরে এ বিষয়ে মন্ত্রণালয় গঠিত তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তৎকালীন পরিচালক, উপপরিচালক এবং প্রশাসনিক কর্মকর্তাকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়।

মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদনের সূত্র ধরেই দুর্নীতি দমন কমিশন সমন্বিত বরিশাল কার্যালয় অনিয়ম তদন্তে কাজ শুরু করে। তদন্তে দুদক কর্মকর্তারা দেখেন, সালমা বেগম আর নাছিমা হক ডেইজী অফিস সহায়ক পদে নিয়োগ পেয়েছেন। তাঁরা সম্পর্কে সতিন। তাঁদের স্বামী মো. আব্দুল জলিল অবৈধভাবে এ নিয়োগ দিয়েছেন।

কোতোয়ালি থানার ওসি আওলাদ হোসেন কালের কণ্ঠকে বলেন, দুর্নীতি দমন আইনে করা মামলাটি বিধি অনুযায়ী দুদক তদন্ত করবে।